



128423 - ফকিহ্বদি আলমেগণ আশুরার দনি রোযা রাখার সাথে ১১ তারখিও রোযা রাখাকে মুস্তাহাব বলনে কনে?

প্রশ্ন

আমি আশুরা সংক্রান্ত সবগুলো হাদসি পড়ছি। আমি কোন হাদসি পাইনি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের সাথে পার্থক্য করার জন্য ১১ তারখি রোযা রাখার কথা বলছেন। তিনি শিখু বলছেন: "আমি যদি আগামী বছর বাঁচি তাহলে অবশ্যই ৯ তারখি ও ১০ তারখি রোযা রাখব" ইহুদীদের সাথে পার্থক্য করণার্থে। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীবর্গকেও ১১ তারখি রোযা রাখার দকি-নরিদশেনা দেননি। অতএব, যে কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করনেন কিংবা তাঁর সাহাবীবর্গ করনেন সিটো কি বিদিত হবে না? যে ব্যক্তি ৯ তারখি রোযা রাখতে পারেনি সে কি শিখু ১০ তারখি রোযা রাখবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুহররম মাসে ১১ তারখি রোযা রাখাকে আলমেগণ মুস্তাহাব বলনে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ দনি রোযা রাখার নরিদশে এসছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তোমরা আশুরার দনি (১০ তারখি) রোযা রাখ। এক্ষত্রে তোমরা ইহুদীদের সাথে পার্থক্য কর এবং আশুরার আগে একদনি বা পরে একদনি রোযা রাখ।"[মুসনাদে আহমাদ (২১৫৫)]

আলমেগণ এ হাদসিরে শুদ্ধতা নিয়ে মতভদে করছেন। শাইখ আহমাদ শাকরে হাদসিটিকে 'হাসান' বলছেন। আর মুসনাদ গ্রন্থরে মুহাক্ককিগণ হাদসিটিকে 'যয়ীফ' (দুর্বল) বলছেন।

এ হাদসিটি ইবনে খুযাইমাও এই ভাষায় বর্ণনা করছেন। আলবানী বলেন: "ইবনে আব্বাস নামক বর্ণনাকারীর মুখস্তশক্তরি দুর্বলতার কারণে হাদসিটির সনদ 'যয়ীফ'। বর্ণনাকারী 'আতা' তার সাথে মতভদে করছেন এবং তিনি হাদসিটিকে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি (মাওকুফ) হিসেবে বর্ণনা করছেন। তাহাবী ও বাইহাকী কর্তৃক সংকলিত সে সনদটি সহহি।[সমাপ্ত]

যদি এ হাদসিটির সনদ 'হাসান' পরায়রে হয় তাহলে তো ভাল। আর যদি হাদসিটি 'যয়ীফ' হয় তাহলে এমন ক্ষত্রে আলমেগণ সহনশীলতা অবলম্বন করনে। কেননা হাদসিটির দুর্বলতা যৎসামান্য। যহেতে হাদসিটি মিথ্যা বা বানয়োটি নয়। এবং যহেতে



হাদসিটি ফায়ালে আমল এর ক্ষত্রে। বিশেষতঃ যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুহররম মাসে রোযা রাখার ব্যাপারে উৎসাহমূলক বর্ণনা এসছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হছে মুহররম মাসে রোযা।"[সহি মুসলিম (১১৬৩)]

ইমাম বাইহাকী এ হাদসিটি পূর্বোক্ত ভাষায় তাঁর 'সুনানে কুবরা' গ্রন্থে বর্ণনা করছেন। অন্য এক বর্ণনার ভাষা হছে- "আগে একদিন ও পরে একদিন রোযা রাখ"। অর্থাৎ সবে বর্ণনাত "বা" এর পরবর্তে "ও" রয়েছে।

হাফযে ইবনে হাজার তাঁর 'ইতহাফুল মাহারা' গ্রন্থে (২২২৫) হাদসিটি বর্ণনা করেন এ ভাষায়: "তোমরা এর আগে একদিন ও পরে একদিন রোযা রাখ"। এবং তিনি বলেন: "হাদসিটি আহমাদ ও বাইহাকী 'যয়ীফ সনদ'-এ বর্ণনা করছেন; মুহাম্মদ বনি আবিলাইলা এর দুর্বলতার কারণে। কিন্তু, তিনি এককভাবে হাদসিটি বর্ণনা করেননি। বরং তাকে অনুকরণ করছেন: সালহে বনি আবু সালহে বনি হাইয়য।[সমাপ্ত]

এ বর্ণনা থেকে ৯ তারিখ ও ১১ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়া জানা যায়।

কোন কোন আলমে ১১ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার আরকেটি কারণ উল্লেখ করছেন। তা হছে- ১০ তারিখে রোযাটির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। কারণ হতে পারে লোকেরা মুহররম মাসে চাঁদ দেখার ক্ষত্রে ভুল করে থাকবে। যার কারণে সুনর্দিষ্টভাবে কোন দিনটি ১০ তারিখ সটো হয়তো জানা যাবে না। তাই মুসলিম ব্যক্তি যদি ৯ তারিখ ও ১১ তারিখ রোযা রাখতে তাহলে নশ্চিতভাবে তার আশুরা (১০ তারিখ) এর রোযা রাখা হল।

ইবনে আবু শাইবা তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে (২/৩১৩) তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আশুরার আগে এক দিন ও পরে একদিন রোযা রাখতেন; ছুটে যাওয়ার ভয় থেকে।

ইমাম আহমাদ বলেন: "যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখতে চায় সে যেন ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ রোযা রাখে। তবে মাসগুলো নিয়ে কোন অনশ্চয়তা থাকলে তাহলে তিনি রোযা রাখবে। ইবনে সরিনি এই অভিমত ব্যক্ত করতেন।"[সমাপ্ত][আল-মুগনি (৪/৪৪১)]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে ফুটে উঠল যে, তিনি দিন রোযা রাখাকে বদাত বলা ঠিক হবে না।

আর যে ব্যক্তি ৯ তারিখে রোযা রাখতে পারেনি সে ব্যক্তি শুধু ১০ তারিখে রোযা রাখতে কোন অসুবিধা নই, এটা মাকরুহ হবে না। যদি এর সাথে ১১ তারিখও রোযা রাখতে তাহলে সটো উত্তম।

আল-মরিদাওয়া তার 'ইনসাফ' গ্রন্থে (৩/৩৪৬) বলেন:

"মাযহাবের সঠিক মতানুযায়ী, এককভাবে ১০ তারিখ রোযা রাখা মাকরুহ নয়। শাইখ তাকী উদ্দিন (ইবনে তাইমিয়া)ও একমত



পোষণ করছেন যে, মাকরুহ হবো না।[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।